দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29. MAR 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

128

ব্র্যাক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন একজন শিক্ষয়িত্রী।

৫০ হাজার বিদ্যালয় চালু করবে ব্র্যাক

।। প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ।।

আগামী ১৯৯৫ সাল নাগাদ ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি) সারা দেশে ৫০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার কর্মসূচী নিয়েছে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

বর্তমানে ১১ হাজার ১শ' ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে দেশের ১শ' ৪১টি থানায়। চলতি ১৯৯৩ সালের মধ্যে ২০ হাজার, ১৯৯৪ সালের মধ্যে ৩২ হাজার এবং পরবর্তী ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৫০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ব্র্যাক। নবগঠিত বরিশাল বিভাগে ১০টি থানাকে সম্প্রতি এই কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ব্র্যাক সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর উদ্যোগ নেয়। ওই বছর মাত্র ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্র্যাকের যাত্রা শুরু হয়।

ব্র্যাক দু'পর্যায়ের বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। এক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ৮ থেকে ১০ বছর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ মেয়ে এবং ৩০ ভাগ ছেলেমেয়ে থাকার কথা। তবে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৭৩ ভাগই মেয়ে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে ব্র্যাকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীপিছু বছরে ১৮ ডলারের সমান অঙ্কের অর্থ খরচ হয়।

১০ বছর বয়স পর্যন্ত তিন বছরের কোর্স শেষ করার পর ছেলেমেয়েরা সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। ১০ বছর বয়স পর্যন্তও যারা লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না, তাদের জন্যও একই ধরনের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে যেহেতু তারা কোর্স শেষ করার পর বয়স বেশি হবার কারণে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে না; সেহেতু তাদের জন্য কিশোরী পাঠাগার চালু করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা যায়।

যেসব গ্রামে বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে, ওই সব গ্রামের গৃহবধূদেরই শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের কাজকর্ম তদারক করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মসূচী সংগঠক নিয়োজিত আছেন। এক একজন কর্মসূচী সংগঠক [illegible]৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারক করেন। কর্মসূচী সংগঠকরা কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রীধারী। তাদের শিক্ষক হিসেবে কাজ করার প্রশিক্ষণতো থাকেই, উপরন্তু ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার যোগ্যতাও থাকে। বিদ্যালয়গুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিমাসে একবার করে অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। তখন অভিভাবকদের মতামত ও সুপারিশ নেয়া হয়।

মেয়েদের লেখাপড়ার ওপর গুরুত্ব দেয়ার কারণ সম্পর্কে ব্র্যাকের একজন কর্মকর্তা জানান, একটি ছেলেকে যদি লেখাপড়া শেখানো হয়, তাহলে দেখা যায় এক ব্যক্তি শিক্ষিত হয়েছে। আর যদি একটি মেয়ে শিক্ষিত হয়, তাহলে একটি পুরো পরিবার শিক্ষিত হয়। জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, পুরুষ শিক্ষক থাকার কারণে অনেক অভিভাবক মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না। সে জন্য ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে মহিলাদের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।